লোকগীতি – প্রথম লাইন

Resize window/zoom to 200% (if required)

নীল রঙে ক্লিক করুন

প্রথম লাইন pdf ফাইল দেবে, png দেবে png ফাইল, src দেবে tex ফাইল

Click on blue. First line gives a pdf file, png a png image file, src the source tex file

২১ ফেব্রুয়ারি ২০০৪

(Last updated 13 September 2017)

Home page/URL:

http://www.iopb.res.in/~somen/lokgiti.html

এই সূচীপত্রে: বাউল

Work in progress | Please Read Me

প্রথম বর্ণ

অ (A)	আ (Aa)	ই (I)	ঈ (II)	উ (U)	ঊ (UU)
ঋ (RR)	এ (E)	ঐ (OI)	ও (O)	ঔ (OU)	
ক (k)	খ (kh)	গ (g)	ঘ (gh)	ঙ (NG)	
চ (c)	ছ (ch)	জ (j)	ঝ (jh)	ঞ (NJ)	
ট (T)	ঠ (Th)	ড (D)	ঢ (Dh)	ণ (N)	
ত (t)	থ (th)	দ (d)	ধ (dh)	ন (n)	
প (p)	ফ (ph)	ব (b)	ভ (bh)	ম (m)	
য (J)	র (r)	ল (l)	শ (sh)	ষ (Sh)	স (s)
হ (H)	ক্ষ (kK)		ং (NNG)	ঃ (h)	ঁ (NN)

আলাদা চিহ্ন: নতুন ঢোকানো

অ top

অকৈতব মানুষের কথা কইতে লাগে
অখণ্ড মঙ্গলাচারে ব্যাপ্ত চরাচর
অজ্ঞান তিমির হে গুরু নাশ
অতীত কালে যারা জাতি সৃষ্টি
অধরাকে ধরবে, ওরে সহজ মনচোরা
অনুমানে ভজলে পরে মানুষ ধরা
অনুরাগ-উদয় হলে পাত্র
অনুরাগে গাছ কাটিলেই কি গাছি
অনুরাগের মানুষ সহজে পাগল
অনেক দিনের পাগল আমি ঘুরে
অন্তরে বৈরাগীর লাউ
অরূপের রূপের ফাঁদে

আ top

আউয়ালে হয় দুই দল শুনি
আকাশের গায়ে আলো ফুটেছে
আগুন আছে ছাইয়ের ভিতর
আগে কি সুন্দর দিন কাটাইতাম
আগে ঘরের খবর না জেনে
আগে ছিল জলময় পানির উপর
আগে জান রে মন কিসে
আগে দেহের খবর জান গে
আগে না জেনে প্রেম ফল
আগে মন মানুষ
আগে মানুষ পরে ধর্ম জাতির
আগে সাঁতার শিখরে জেলে, তবে
আছে ইয়ার ছয় জনা, তাদের
আছে এক মনের মানুষ
আছে এক সোনার মানুষ দেহপিঞ্জরে
আছে মানুষ মানুষেতে

আজব এক জাহাজ গড়ে
আজব কারখানা ওরে বুঝা সাধ্য
আজব শহর লহর বানালে কোন
আত্মতত্ব বিচার কর দেখি ওরে
আত্মরতি খণ্ড করে শরিক হয়
আদম দেহের ভেদ জেনে
আনন্দবাজারে চলে যাও
আনন্দবাজারে দেখলাম অমি
আপন ঘরের কোণে আছে মালিক
আপন জুতে না পাকিলে কি
আপন দেহের খবর জান
আপন দেহের খবর জান রে মন
আপন মনের মানুষ মনে রেখো
আপনাকে আপনি চেনা যায় কিসেতে
আপনাকে চিনলে পরে চেনা যায়
আমা হইতে দয়ামায় নাম গিয়াছে
আমার আপন খবর হয় না
আমার আমার কে কয় কারে
আমার ঐ নিতাই চাঁদের
আমার এই দেহ-নদী চলতে ভারি
আমার এই পেটের চিন্তে
আমার এই বাড়িতে
আমার কাদা মাখা সার হলো
আমার গোপন প্রেমের কথা রে
আমার জাত গেল
আমার নাইকো বাড়ি ঘর
আমার বাউল গানের একতারাটা
আমার মন চলেছে বাতাসের আগে
আমার মন চালাও রে কলের গাড়ী
আমার মনের মানুষ খেলছে মণিপুরে
আমার যেমন বেণী তেমনই রবে
আমার সোনার নৌকায় লেগে নোনায়
আমার সকলই আছে, তুমি তো
আমার হল না সাধনা ইষ্ট আরাধনা
আমার শ্যাম শুকপাখী গো
আমারে দেও চরণতরী
আমারে নি পড়ে তোমার মনেরে
আমায় কে গো ডাকিয়া কয়
আমায় দেখা দিয়ে নিদয় হয়ে
আমায় না ডুবালে জলে দয়াল
আমায় পিরিতে কৈরাছে
আমি একটি পাখি ধরেছি
আমি এমন জনম পাবো কিরে
আমি কৃষ্ণ বলে কাঁদব সদাই
আমি কোথায় পাব তারে
আমি কোন কুলে যাই
আমি চিরতরে কবে বিদায়
আমি চিরদিন যারে ভালোবাসি
আমি না থাকিলে খোদা তোমার
আমি তীর্থবাসী হব
আমি থাকব সদাই আনন্দেতে
আমি বলি তোরে ও মন
আমি বহুরূপী
আমি বিনা কে বা তুমি
আমি বুঝেছিলাম মেয়ের অধিকার
আমি বুঝতে নারি, ভেবে মরি
আমি বেদ আমি বেদান্ত আমি
আমি ভয় করি না আর
আমি ভেকধারী নই
আমি মনের মানুষ নাহি পাই
আমি মনের মানুষ পামু কই
আমি মরছি খুঁজে সেই দোকানের
আমি মজেছি মনে
আমি মানুষ খুঁজি
আমি মানুষ হইয়া আবার আসিব
আমি যাইমুরে যাইমুরে আল্লার সঙ্গে
আমি যার কাছে যাই কেউ
আমি যার জন্যে পাগল
আমি যারে ধরি সেই আমারে
আমি সাড়ে তিন হাত জায়গা কিনে
আমি সুখের নাম শুনেছিলাম
আমি সোনা হয়ে মনের দোষে
আমি হৃদ্‌মাঝারে রাখব ছেড়ে দেব না
আর আমাকে ছুঁসনে সজনী
আর একবার আসিয়া যাও মোরে
আর কেন মন এ সংসারে
আর চাই নে জনম চাই নে মরণ
আরে কুলাঙ্গার অসাধ্য ব্যাপার না
আগে গুপ্তিপাড়া ছাড়বি, মন, তবে
আলেফেতে আল্লা, বে-এ বিছমিল্লা
আল্লা কি মসজিদ বানাইলেন দুনিয়ার
আল্লা সালাম ভগবান নাও গো
আল্লা হরি কি জাত ছিল
আশা করি বান্ধিলাম বাসা, সে

আশাই প্রকৃতির জীবন
আশ্চর্য্য এক মজার মানুষ
আসল নামটি কি হয় তোমার

ই ঈ উ ঊ ঋ এ ঐ ও

top

ইঁদুর কলে বিড়াল পড়েছে
ইঁদুর মারা কল রয়েছে
ইন্দ্রিয় দমন কর আগে, মন

উড়বে কিরে মন ঘুড়ি
উলটো নদীর উলটো ধারে পড়ে

এ দেশ জাত বাখানো সৈয়দ
এ দেহ ঘরখানা হয় তিনতলা
এ দেহেতে ছয়টা রিপু
এ বড় আজব কুদরতি
এ বিরহজ্বালা মোর সহে না
এ ভবসংসারে ভেবেছিলাম সার
এ মানুষে সে মানুষ আছে
এ মায়া-সংসারে ঘিরেছে আমায়
এ সংসারে এসে কেন টাকা
এ সংসারে সুখ আর কোথায়
এই কথাটার জবাব দেবে কেবা?
এই দহে কেউ নেমো না
এই ধড়ের বিচার কর রে
এই ভারতের সন্তান মোরা
এই সংসারে বৃক্ষের ছায়ায় বসে
এই হরি নাম মহামন্ত্র
এক পাইরে ঘর তুইলাছেন সাঁই
এক বাপের দুই বেটা তাজা
একবার ফিরে চাও হে প্রাণেশ্বর
এক যে ছিল কানা বৈরাগী
একই মায়ের সন্তান মোরা
একটুখানি হাসরে মন, একটু খানি
একবার দয়া করে এসো গৌর
একবার বিদায় দাও মা ঘুরে
একবার হরি বোল মন রসনা
একবার হারালে জনম আর পাবে
এখনো সেই বৃন্দাবনে বাঁশি বাজে
এত ভাল বাস থেকে আড়ালে
এপার হতে ভাসতে ভাসতে যাবি
এবার এ জ্বরে আমার ভরসা
এবার বাজী ভোর হলো।
এমন উল্টা দেশ বা গুরু
এমন দিন কবে হবে পাব
এমন মানব দুর্লভ জনম পেয়ে
এমন মানুষ পেলাম না রে
এমন সোনার স্বর্গকে তোমরা কাঁচের
এমন লগন পাবো কবে
এরা নির্দযীকে দোষী
এলো প্রেমরসের কাঁসারি
এসে এক রসিক পাগল বাধালে
এসে গৌর লীলার বাজারে
এসে ভবের হাটে ঘোর সংকটে
এসেছো বসেছো ভবে তাস খেলিতে

ঐ মনের মানুষ আছে

ও আমার একলা যেতে ভয় করে
ও আমার দয়ালরে আমার বান্ধবরে
ও কাঁচা হাঁড়িতে গো হাঁড়িতে
ও কেউ দেখবি যদি সহজ
ও গুণী কও না শুনি,
ও গো নবীর আইন গম্য
ও গো মা ডাকাত পড়লো
ওগো সুখের ধান ভানা
ওগো স্রষ্টা জাতিভ্রষ্টা তুমি হইলা
ও তার বাইরে আলো ভিতরে
ও তুই পার করিয়া দে
ও তুই মন্দিরেতে করিস পূজা
ও তুমি দেল হুজুর না
ও দারুণ নির্দয়ের সাথে রে
ও দেহের আয়নাতে লাগায়ে পারা
ও প্রিয় হে কলঙ্কিনী রাধা
ও ভাই, এস প্রেমের গাঁজা
ও ভাই, সাধের মানব তাঁতের
ও ভোলা মন, ত্যজিয়ে আসল সে
ও মন আপনায় চিনলে পাবে
ও মন অসনা
ও মন এমন চাষা বুদ্ধিনাশা
ও মন কান্দ অকারণ
ওগো সুখের ধান ভানা
ও রাই শ্রীমতী, প্রেম তাঁত

ওয়াণ্ডারফুল এই দেহ গাড়ি ক্ষুদে
ও রে অনুমানে ভাবলে মানুষ
ওরে আমার দরদী জলদি করিয়া
ওরে আমার মন কি দেখে
ওরে আমার মন গোয়াল
ওরে আমি ঘুমায়ে ছিলাম ছিলাম
ওরে কাজলে আর করবে কত
ওরে খ্যাপা সহজে কি ধন
ওরে ডুবছে নাও ডুবাইয়া
ওরে ভুল, ওরে ভুল, ওরে ভুল
ওরে মন জানব তুমি কেমন
ওরে মন ভাবের ঘরে চুরি
ও রে মনে নাই বিবেচনা রে
ওরে, মানব-দেহ কলকাতা কেতা
ওরে মানুষ দেখবি যদি ভগবান
ওলো প্রাণ সজনী লো
ও যার আছে গুরু-বল
ও হা রে ডুবলো বেলা
ওহে শ্রীহরি, প্রেমমদ করেছে কিশোরী

ক খ top

কও দরবেশ এই কথার মানে
কও শুনি হে গুরুধন
কথা কয় পাগলা ঘোড়া রে
কবে হবে বিয়ে
কর্ম্ম করিলে ঠন্‌ঠনাঠন্‌ ধর্ম্ম করিলে
করবি যদি হরি সাধন দিনে
করবে যদি সাধুসঙ্গ ভজ গুরুর
কলঙ্কিনী রাধা
কাইন্দা কাইন্দা রাত পোহাইলাম
কাইন্দা কি আর পাব তারে
কাঁচা প্রেম চিরদিন থাকে
কাজ করে যে সেই সে
কাজ নেই পীরের দরগায় শিরনি
কাঠের মালায় কাজ হবে না
কামিনী বৃন্দাবনে মোহ লোভে করে
কামী জীব দেখলে যায় চেনা
কামের মধ্যে প্রেমের মর্ম, বুঝে
কায়া আছে ছায়া নাইকো যার
কায়া আছে ছায়া নাই হাড্ডি আছে
কায়ার মায়া, তাই তো দরদ,
কার চোখে ধুলা দিবি বল
কার লাইগ্যা বান্ধো
কারে তুই দেখে রে সং
কাল চলে না অকালে
কি আর দেখিস কানা
কি আশায় ফকির হলি রে
কি চমৎকার ফল গো গুরু
কি জেনে তুই হলি রে
কৃষ্ণ পক্ষ কালো পক্ষ
কৃষ্ণ প্রেম খাসা চালে ভক্তি
কৃষ্ণ প্রেম সুধাসিন্ধু
কে এমন ঘর বেধেছে জানে
কে গড়েছে এমন ঘর, ধন্য
কে গো তুমি সুন্দর আকাশেরই
কে জানবে তারে
কে জানে সে কোথায়
কে তাহারে চিনিতে পারে ভাই
কে তোমারে এ বেশ-ভূষণে
কে ধরেছে অধর ধরার কল
কে বলে মানুষ মরে
কে সে মানুষ আমি
কেউ রাতকানা, কেউ দিনকানা, কেউ
কেন কাশী বাসের সাধ হলো
কেন ঝাঁপ দিলিরে মন
কেন মন মর ভুগে, ভয়
কেন মর চির দুঃখে
কেন মিছাই দ্বন্দ্ব কর গোঁসাইজী।
কেমন করে সব নদীর জল
কোথায় ছিলাম কোথায় এলাম দুদিন
কোথায় সে জন জানে কোন
কোন অজানায় দিবি রে ফাঁকি
কোন পথে কার সাথে ভবে
কোন বিন্দুতে মদন অচেতন
কোন সুরে বাজাও বাঁশী কোন
কোন্ স্বভাবে হইল নারী
কোনখানে চন্দ্রের বসতি
কি করে চাষ করব আমি
কি করে পার হবি ত্রিবিনায়
কি চমৎকার ফল রে মন
কিছু হয় নাই আর হবে
কিছু হবে না রে সময়
ক্ষিতি অপ তেজ মরুৎ আকাশে

ক্ষেপা তুই না জেনে
ক্ষ্যাপারে দেহ জানলে তবে
ক্ষ্যাপা প্রেম নদীতে স্নান করিতে

খাঁচার ভিতর কাকের ছানা খাওয়াইতেছি
খাট পালঙ্কে শুইয়া রে
খুঁজে কি আর পাবি সে
খুলি নেও গলার হার
খেয়ে গাঁজা প্রানটি তাজা কর
খোঁজো সপ্ত স্বর্গ সপ্ত পাতাল
খোদার ফজলে দেখছ দুনিয়া, খোদার
খোদে খোদ আল্লা রাধা দোস্ত

গ ঘ ঙ top

গড়িয়ে নলিন পিরীতি
গাছে ভাঁড় বেঁধে দে না
গান করিলে যদি অপরাধ হয়
গাঁটকাটা ছয় বেটা বড় বম্বেটে।
গিন্নী আমায় দাওনা চা করে
গিন্নী যে রন না ঘরে
গুড়ের মতন যে দেখছি গুরুধন
গুরু, আমায় উপায় বল না
গুরু আমায় নিয়ে চল
গুরু কি উপায় বল না
গুরু কৃপা করে বল আমায়
গুরু, কোন্ রূপে কর দয়া
গুরু জাত উদ্ধারো
গুরু তোমার চরণ পাব বইল্যা
গুরু তোরে কি ধন দিল(২)
গুরু দয়া কর মোরে গো
গুরু দেও দেখা দীন-হীনে
গুরু না জানালে কোনো কালে
গুরু না ভজিলাম সন্ধ্যা সকালে
গুরুপদে নিষ্ঠারতি
গুরু পদে প্রেম ভক্তি হইল না
গুরু বলে কারে প্রণাম
গুরু-বীজে অঙ্কুর হবে কি আর
গুরু সত্য মিথ্যা কথা নয়
গুরুজী তাই জানে রে
গুরু-মহাজনের চেক
গুরুর করণ সাধন — দিবানিশি
গুরুর চরম বিষম যাজন গো
গুরুর পদে প্রেম ভক্তি হল
গোল ছেড়ে মাল লও বেছে
গোলমালে পিরিত করে গোলমেলে লোকে
গোলেমালে পিরিত কোরো না
গোঁসাই এমন দরদী আমার কে
গৌর আজ্ঞায় বিচারিলে পাইবায় তার
গৌর প্রেমের ঢেউ লেগেছে

ঘরে বসেই তাঁরে পাওয়া যায়
ঘরের মধ্যে ঘর বেঁধেছে অতি
ঘরের মাঝে অনেক আছে
ঘাটে পথে প্রেম কোরো না
ঘাটে লাগাও রে নাউ
ঘুচিবে সকল যাতনা ওরে মন

চ ছ জ ঝ top

চঞ্চল মন আমার শোনে না কথা
চমৎকার গৌর প্রেমের সরভাজা
চম্পকের হার পরাইলি কেনে,
চরণ দিতে হে মনে ভয়
চল্ গুরু চল্ দুজন যাই পারে
চল যাই শিকারে মানুষ চল
চলতেছে আজব ঘড়ি, দিবা রাতি
চাই না আমি মুক্তি পেতে
চাইর চীজে পিঞ্জিরা বানাই
চার চিজে পিঞ্জিরা বাঁধি
চাষীর মত দরদি আর কই
চিন্তারাম দারোগাবাবু আমায় করলে জ্বালাতন
চেতন থাকতে লও চিনে
চৈড়ে মনোহারী ভবের গাড়ী আয়
চোখ বুজে দেখি আমি নাই
চোর কে চোর কইলেই চটে
চোর ঢুকেছে ঘরে
চোর পড়েছে বাবুর বাগানে

ছন্দের আনন্দবাজার ভক্তের সমাগম
ছি ছি লজ্জা লাগিয়ো না
ছোটখাট মানুষ আমি ছোটখাট
ছেট্ট ছোট্ট বাতাসে ছোট্ট ছোট্ট

জগৎপ্রসবিনী যে জননী সেই মহামায়া
জনম দুখী কপাল পোড়া গুরু
জন্মিলে মরণ লেখা যায় সাধের

জলের ঘাটে বাঁশী বাজে
জয় জয় জয়দেব, জয় জয়
জাইত বেজাতি যে বাছে
জাতাজাতির সৃষ্টি করে ভারতকে শ্মশানে
জাতির নামে বজ্জাতি সব জাতি
জাতের ঠাকুর বিরাজ করে
জানতে হয় নবিজির বেনা
জালাল তুমি ভাবের দেশে চল
জীবন থাকতে মরতে হয়
জীবন নদীর ঘূর্ণিপাকে
জীবনটা যে পুতুল নাচের
জীবনের প্রতিটি পাতায় লিখা যায়
জেতের বড়াই কি
জোয়ার গেল পড়লাম ভাটায়
জেনে শুনে সাধুর লেবাছ গায়ে
জ্যান্ত কালী ঘরের মাঝে দেখলি

ঝকমারি করেছি আমি প্রেম করে
ঝলমল দুনিয়া টলমল জীবন
ঝাঁপ দিয়ে রূপের সাগরে

ট ঠ ড ঢ ণ

top

টাকা রে তোর, বেজায় বড়
টেনে চল উজান গূণ

ঠিক রাখবি যদি সাধের ঘর

ডাকলে যারে দেয় না সাড়া
ডাক রে মন হকনাম আল্লা
ডাকে করুণ স্বরে, পাখীর হল
ডুব্ ডুব্ ডুব্ রূপ সাগরে
ডুব ডুব রে বাউলের মন
ডুব দিও না, পার পাবে

ঢাকা খুলে দ্যাখ রে খ্যাপা
ঢাকা শহর ঢাকা যতক্ষন

ত থ

top

তনের লীলা দেখ খুলিয়া তালা
তাই গুরুকল্পতরুতলায় বসে
তাই আবার যেন তোমার দেখা
তাই আমি মনের কথা কইতে
তারে কেউ চিনে, কেউ চিনে
তারে খুঁজলে মিলতে পারে
তারে তারে গো সই খোজ
তারে দেখতে যদি পাই
তারে ধরবি কেমন করে
তারে যে দেখেছে সেই মজেছে
তুই তারে ধরবি কেমন করে
তুমি অঙ্ক করিলে ভুল
তুমি আনন্দময় গো গুরু আনন্দময়
তুমি আপনি নৌকা, আপনি নদী
তুমি আমারে ফেল না মুরশিদ
তুমি এ জগতের গুরু
তুমি কি এমনি করে ভাববে
তুমি ঘুমালে যিনি জেগে
তুমি মাটির মানুষ হইয়া রে
তুমি মাপ মত পাপ করিও
তুমি যাবে অমি যাব থাকবে
তুমি সর্বগুণাধার পরম ঈশ্বর
তিন গর্ভে আছে এক ছেলে
তোমায় ডাকতে ডাকতে দেখতে দেখতে
তোমার পথ ঢ্যাক্যাছে
তোমার বাড়ি কৈ গো নারী
তোমার মত বন্ধু তো আর
তোমরা যে জান খবর
তোমারই এ বিরাট বিশ্বে কত
তোমারই জীবনে ঠকে গেলে তুমি
তোমরা উঠে এসো জল থেকে
তোর মন যদি তুই না
তোরা কে জামাই দেখবি, দেখবি
তোরা কে যাবি শিকারে
তোরা চল গো আমার সাথে
তোরাই কি রসিক মেয়ে
ত্রিজগতে হয় না মায়ের তুলনা
ত্রিতাপ জ্বালায় জ্বলে মরি

থাক স্বভাব ধরে নিরিৎ করে

দ ধ

top

দম লাগাও সেই দমের ঘরে
দমের মানুষ দমে চলে
দয়াল গুরু গো, জ্ঞান অঞ্জন
দয়াল গুরু গো ভবে আর
দয়াল গুরু বলে সাধন হবে
দয়াল তোর ভেদভেদির

দয়াল দরদী, কাঙাল এলো তোমার
দরবারে হাজির হয়ে, হলপ নিয়ে,
দরবেশ তুমি আল্লাহ খোঁজ
দশটা ইঁদুর ছটা ছুঁছো ভাই
দিন থাকতে দমের কর ঠিকানা
দিয়া মাটি পরিপাটি, আগুন, জল
দিল-দরিয়ার মাঝে উঠেছে
দীন দুনিয়ার মালিক খোদা
দীন মহম্মদের নূরে চৌদ্দ ভুবন
দিনের আলো নিভে এলো, ও
দুই ভুবনের দুই বাসিন্দা চিরকাল
দূর করে দে মনের ময়লা,
দেওয়ান কালাচাঁদ ও মোরে দাও
দেখ দেখি ভেবে কেবা
দেখ জহরা নয়ন খুলে, ভগবান
দেখবি যদি চিকণ-কালা শ্বাসের মালা
দেখবি যদি ছুটে আয়
দেখবি যদি সোনার
দেখলাম এক রমণী প্রেম পাগলিনী
দেখলাম বুঝে সকল মিছে এই
দেখে তোমার কাজগুলা
দেখেছি রূপসাগরে মনের মানুষ
দেশ ছেড়ে যেতে হল
দেশ বিদেশের মানুষ গো যাও
দেশ ভরেছে বাবু বাউলে
দেশটা মাতালে রে দুই মাতালে
দেহ-অট্টালিকা অতি মনোরম
দেহতত্ত্ব জানবি যদি
দেহমন কলের গাড়ি, ব্যাপার কিবা
দেহমেদ যজ্ঞ যে জন করে
দেহে কাম থাকিতে
দোকানী ভাই দোকান সারো না
দ্বিদলে হয় বারামখানা

ধন্য আমি বাঁশীতে তোর
ধরবি যদি অধর মানুষ
ধর্ম কি জাত বিচারে
ধরা যায় না অধরে
ধান্দাবাজির ধোকায় পড়ে আন্দাজে করলে
ধূপ জ্বেলেছি মন্দিরে মোর
ধোকা পড়িল মনে

ন top

নতুন বউয়ের পিরিত ভারি
নদী নদী হাতড়ায়ে বেড়াও অবোধ
নদী ভরা ঢেউ বোঝে না তো
নদীয়াতে পড়লো ধরা
নদের গোরা চৈতন্য যারে কয়
নবি চিনে করো ধ্যান
নমাজ আমার হইল না আদায়
নাচো গো নাচো কালী
নাম শুনি কালনাগিনী
নামাজ রোজা কলমা পড়বো না
নারী লয়ে সবাই তো ঘর
নিজ সুখ লাগি যে পিরিত
নিজগুণে কৃপা করে চরণ দাও
নিঠুর গরজী, তুই কি মানস-মুকুল
নিদাগেতে দাগ লাগাইলো
নিশীথে যাইও ফুলবনে রে ভোমরা
নোনা গাঙে নামালে কে

প ফ top

পঞ্চবটীর পাতায় পাতায় তোমারই নাম
পরের দোষটি ধরতে যেও না
পড়লি বেশ বিপাকে
পড়ে হতাশ পড়ে হতাশ হোস
পর বিনে জগতে কে আপন
পরকীয়া স্বকীয়া দুই
পরজনমে হোয়ো রাধা
পরানটারে যদি বান্ধিতে
পরের জায়গা পরের জমি
পাকে পাকে তার ছিড়ে যায়,
পাখী মোর সেই কথাটি বল
পাখী যখন দেবে উড়াল
পাগল পাগল সবাই পাগল তবে
পাগল মন রে, মন কেন এত কথা
পাগল হয়ে কেউ যেও না
পাগলা মন রে আমার কথা
পাগলিনী রাধা কাঁদে
পাঠাইল মফস্বলে মাল কিনিতে
পাড়ে যাবি কে
পাতালভেদী নল বসিয়ে
পাত্র গুণে রস উপচায়
পাথর আর সীসে লোহা, দেখে
পাপ না থাকলে পুণ্যির কি

পাপের কারখানা
পাড়ার লোক সব দেখতে আয়
পিরিত করে সোনার যৌবন
পিরিত করলে কি কেউ ছাড়ে
পিরিতের ভাব না জেনে
পিরীতি বিষম জ্বালা পিরীতি বিষম
পিরীতি সকলে জানে না জানে
পিরীতি সকলে বোঝে না
পুঁথি পড়ে গোল পাকালি
পূর্ণিমার চাঁদ ধরবি কে রে
পোনে ছটা বেজে গেল
প্রেম করা সই আমার হল না
প্রেম করা কি জ্বালা
প্রেম করা কি সহজ কথা
প্রেম নদীতে সুধা আছে
প্রেম সরোবরের মাঝে ফুটেছে ডুমুরের
প্রেম সরোবরের পঙ্কে ফুটেছে এক
প্রেম সুখদ্বার, কৃষ্ণ রসাকার, রসনাতে
প্রেমসূর্যের উদয় হলে
প্রেমিক ছাড়া বুঝবে না কেউ
প্রেমের কথা বলব কারে
প্রেমের খেলা ইস্কের মামলা সবে
প্রেমের মড়া জলে ডোবে না (১)
প্রেমের মরা জলে ডুবে না(২)

ফকির সেজে ফিকির কর গাছতলায়
ফকিরের সজ্জা ধরে, বিলাস ছেড়ে
ফণীশিরে মণি আছে
ফরিদপুরের খেজুরে গুড়
ফিরবি কবে রে মন মরি
ফুল ফুটেছে গোলাপ বাগানে।

ব ভ top

বড় গোল নিরাকার নয়, সাকার
বড় দুঃখ পাইয়া রে ভাই
বড় নাম শুনে এসেছি
বনে তার ভয় কি হাতে
বনের পাখী মনে এসে গান
বন্দে গুরু গৌর নিত্যানন্দে
বন্দেগী আদায় হবে কিসে
বন্ধু তুমি আসিও খবর পাইয়া
বন্ধুর বাড়ি হতে রে মন
বর্তমানে মাসের শেষে, হাব দেশে,
বল কারে চাহ তুমি মন
বল কোন ফুলে শ্রীকৃষ্ণ আছে
বলতে পার মানুষ তুমি কোন
বলব বলব মনে করি সে
বলো আমার বাবা কোথায় গেল?
বলি আর যেওনা ভাই বৃন্দাবন
বলি কাম থাকিতে প্রেম
বলি, কালো বেড়াল কে পোষে
বসত তাদের শুনি ভাণ্ডের মাঝেতে
বসায়ে শখের মেলা রসের
বসুন্ধরার বুকে বরষারই ধারা
বস্তুকেই আত্মা বলা যায়
বাউল গানের হতেছে প্রচার
বাউল জীবন কারে কয়
বাউলের আউল কথা
বাওহারে এক জুতের ঘর
বাঁকা নদীর পিছল ঘাটে
বাঁকা মনকে করতে নারলাম সোজা
বাঘ মারা ইঁদুরের কাছে যেয়ো
বাঁশী ফুঁকে মনচোরা
বাঁশের দোলাতে উঠে কে হে
বাজারে হাতী দেখা হয়েছে
বানিয়েছ পঞ্চভূতে এই বাংলাখান,
বাবা আমার আদি মোসলমান
বাবলা পাতার কষ লেগেছে
বারে বারে আর আসা হবে না
বাহারে খবর আসে তারে তারে
বাংলাদেশের জংলা মোসলমান
বাংলার বাউল সুরসাগরে যেজন
বিচার করলে নাইরে বিভেদ কে
বিদায় দাও গো রজনী প্রেয়সী
বিরজার প্রেম নদীতে যে জন
বিরলে বল রে ও মন
বিড়াল কে পোষে পাড়ায়
বিড়াল বলে মাছ খাবো না
বিশাখা গো, সখা আমার কুঞ্জে
বিশ্বাসী হও ঐ চরণে
বিশ্বাসবাবু গেছেন মারা
বৃথা ভবে খেলতে এলি
বৃন্দাবনবিলাসিনী রাই
বেদ ছাড়া ফকিরের এই

বেলা গেল পারে চল
বৈশাখী রসের কথা
বাউল বৈষ্ণব ধর্ম এক নহে
বোকা হয় গেলে ঢাকা শহরে
ব্রজ হইতে নইদে এসে লাগলো
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবে করে
ব্রহ্মাকারা আনন্দধারা সহস্রারে দীপ্তাকার

ভক্ত হওয়া মুখের কথা নয়
ভক্তি ভরে ডাকলে রে মন
ভগ্ন ঘরে মগ্ন কেন রইলি
ভগবানকে চিনবি যদি আগে চিন
ভজ ভজ মানুষ ভগবান
ভজন সাধন করবি রে মন
ভজন সাধন কেন হবে না
ভব পারে যাবি রে অবুঝ
ভবা কি জাত সবাই জিজ্ঞেস
ভবার ভুল ধরতে গেলে তুমি
ভবে এক সাধন করে
ভবে এসেছো বসেছো মন তাস
ভবে রসিক যারা জ্যান্তে মরা
ভবের তাস খেলায় বসে
ভাবির কাছে ভাব ফুরাল
ভাঙা ঘরে টিকবে কি রে
ভাটির গাঙের নাইয়া
ভাণ্ডতে ব্রহ্মাণ্ড দেখে
ভাব মন অধমতারণ সত্যশরণ যার
ভাব মন দিবানিশি
ভাব-সাগরে ভাবের মানুষ
ভাবি দিন কি ভয়ঙ্কর
ভালোবাসা মাকড়শার জাল
ভিয়ান করলে সুধা
ভালবেসে ভুলাইলে কৈ দেখা দিলে
ভুলো না বৈদিকের গাঁজার ধোঁয়ায়
ভেদের কথা ভেদির নিকট জানতে
ভেবে দান্ত হারা
ভেবে মরি কি সম্বন্ধ তোমার
ভোলা মনটি আমার
ভোলার মন আমার আনন্দে হরিগুণ

ম top

মদনা চোর ঢুকেছে শহরে।
মদিনাতে এল মহম্মদ
মন আমার দেহঘড়ি
মনকে সাধু করতে পার
মন ঘোড়াকে বাগ ফিরাইতে নারলাম
মন চল যাই ভ্রমণে
মন চল রূপের নগরে
মন চালাও রে কলের গাড়ি
মন চাষা চিনলানা তুমি
মন তাঁতী কি বুনতে এলি
মন তুমি কি চিরজীবি
মন তুমি পন্ডিত না খন্ডিত
মন তোর দেহ বাংলার জমিদারী
মন তোর বড্ড বাড়াবাড়ি
মন না হলে সোজা
মন পাখী বিবাগী হয়ে
মন ফকিরা মনের কথা গুরুজী
মনবেপারী ধরছে পাড়ি রংপুরের হাটে
মন মতিকে গৌরাঙ্গে
মন, মসজিদ ঘরে বইসা তুই
মন-ময়না বুলি ধরে না
মন মিছে ভাবনা, তুমি আপনার
মন যদি চড়বি রে
মন যদি হয় নড়বড়ে কি
মন রে ঘুমাইছ কি হায়
মন রে সেই দেশের কথা
মন হয়েছে কুমারের চাক্
মনটা যদি সাধু হত
মনে প্রাণে নয়নে তিনে ঐক্য
মনের কথা কইতে মানা
মনের কথা কইব কি সই
মনের দেবতা মনেই গড়িয়া পূজা
মনের ডাকে দূরে কি থাকে
মনের বাঘেই মানুষ মারে বেশী
মনের ভ্রান্তি ঘুচে গেলে
মনের মানুষ অটলের ঘরে খুঁজে
মনের মানুষ পাই যদি ভাই
মনের মানুষ পাইলাম না, মনে
মনের মায়ায় তগি ফেলেছে
মরণ কারো কথা শুনে না
মরণ তোমার আগে আগে পিছে
মরা মানুষের মরণের ভয় কি
মরি! এক আজব জন্তু এ

মরি কি কলের বাতি
মহাতীর্থ সার পদার্থ মানব দরশন
মহাভারতের মানুষ হয় যে জনা
মা আমার সাগর পারের হরবোলা
মাগো আমায় দিও একখানি চিঠি
মাগো নেও না আমায় কোলে
মানবদেহ কল্পভূমি যত্ন করলে রত্ন
মানব দেহেতে কি মতে অধঃউর্ধে
মানুষ কি যায় কথায়
মানুষ তারে চিন্‌না নে
মানুষ তোমার কোথায় অবস্থান
মানুষ বিনে ত্রিভুবনে কোথায় কি
মানুষ ভজ মানুষ পুজো
মানুষ ভজন করবা যদি মনে
মানুষ ভজন করব বলে মনেতে
মানুষ মরে বিশ্ব ছেড়ে যাবে
মানুষ মানুষ বল সবে মানুষ
মানুষ মানুষ বিবিধ মানুষ
মানুষ মানুষ সবাই বলে কে
মানুষ রতন চিনলে না রে
মানুষ হইতে কয়জন পারে
মানুষে নিষ্ঠারতি কর মন
মানুষে মানুষ রয়েছে মিশে
মানুষের আকৃতি হলে সে কি
মানুষের করণ করো
মানুষের জন্যেতে মানুষ ঘুরিয়া বেড়ায়
মানুষ রতন করো যতন অযতনে
মায়াচুম্বুক কলে ফেলিছে
মালা জপে পাঁচবেলা
মালাতিলক ধরলে হয় না
মিছে জাত জাত করে করে
মিছে ভাই জাতির বিচার আচার
মিটিয়ে নে রে মন পাগলা
মুখে আল্লা রসুল বলে
মুখে হরেকৃষ্ণ হরি বল মনপাখি
মুখের কথায় ধরা যায় না
মুষ্টি ভিক্ষে করে আমি খেতে
মৃত্যু তুমি কথা কও শুনি
মেনকা মাথায় দিল ঘোমটা
মেয়ে গঙ্গা যমুনা আর সরস্বতী
মেয়েকে চিনতে না পেরে ঘটল
মোর দেহ-কাষ্ঠের সারিন্দা

য top

যত সব কানার হাটবাজার
যথা গরল তথা সুধা, দুয়েতে
যদি এসে থাকো হরি
যদি কল্পনা করে অরূপীর সে
যদি ধরবি রে অধর
যদি মন স্থির থাকে গুরু-নারায়ণের
যদি রূপনগরে যাবি
যদি রেচক পূরক কুম্ভক করবি
যা দেখি তা উল্টাপাল্টা
যা যা যা তেল দে
যাও রে, আনন্দবাজারে চলে যাও
যাওয়া বুঝি আর হবে না
যার তরে তোর প্রাণ কেঁদেছে
যার মন ভালো নয় সে
যার জন্যে বাউল, কেন সে
যার যে দিন শুভ দিন
যার হয়েছে নিষ্ঠারতি
যাস না রে তুই হুরার
যে করে তোমার ভরসা, দুর্দশা
যে খোঁজে মানুষে খোদা
যে গুণে দেহ পয়দা
যে জন প্রেমের ভাব জানে না (২)
যে জন প্রেমের ভাব জানে না
যে জন ভব নদীর ভাব
যে তোরে করেছে সৃষ্টি
যে দেখেছে সেই রূপের বিহার
যে ভুল করিয়াছি আমি হায়
যেমন বেণী তেমনি রবে চুল

র ল top

রতনে রতন মেলে কিছু নহে
রঙীন বাদাম উড়ায়ে নায়ে যাব
রমনীর ছয় পিরিতে মজায় না
রসিক রসিক বলে সবাই
রসের কথা অরসিকে বলো
রসের ভাব জেনে না নিলে
রাত দুপুরে ডাকাত ঢুকলো বাড়িতে
রাত্রি বেলা বউ আমাকে
রাম কি রহিম-করিম কালুল্যা-কালা
রূপ ধুয়ে কেউ জল খেও
রূপে যে দিয়াছে নয়ন

রেখে অন্তরে দ্বেষ বেশ দরবেশ

লাইলাহা ইল্লালার নকশা আছে
লাগে না ফুল চন্দন
লাভ করতে এসে
লাল পাহাড়ীর দেশে যা
লোকে কয় মহিন বাঙাল কোন
লোভের দেশে যেও
ল্যাঙড়ায় লাফাইয়া চলে

শ top

শক্তিপূজা কথার কথা না
শত পুত্রের বাবা হয়ে গেছে
শরীক করনারে মন করি
শান্তিপুরে হরির ধ্বনি
শিব শক্তির সাধন তত্ত্ব জানলে
শৃঙ্গার রস যে জেনেছে, তার
শোন বলি পাগলের চেলা
শোন বলি শোন, ও রে
শোন ভাই সকলরে, তোরা শোন
শুকসারী কথা
শুদ্ধ প্রেম সাধবি যদি
শুধু ধন থাকিলে হয় না ধনী
শুধু রে ভাই জাতাজাতির দোষে
শুধু হরি বলে ডাকলে পরে
শুনে নাও একটি আজব কথা
শুনে মৌলবীর ছন্দ হলাম ধন্দ
শোলা ডোবে পাথর ভাসে
শ্যাম বন্ধু চিত-নিবারণ তুমি
শ্রীচরণ পাব বলে ভবকূলে ডাকে

স top

সকলে সাধ্য সাধন বলে
সজনী পিরিতি কি ধন চিনিলায়
সত রজ তম এই
সত্য বলে জেনে নাও এই
সব জাতির এক জারজ সন্তান
সম্বন্ধ নাই কোন কালে, ডাকছে
সরলে গরল মিশে না সরলভাবে
সহজ গোপন প্রেম কেন করলাম
সহজ পথে হুঁচট লাগে দিনকানা
সহজ ভাবে দাঁড়াবে কি সে
সহজ মানুষের দেশে
সাইকেলে দুদিক চাকা
সাইকেলের চাকায় হাওয়া কমে গেলে
সাঁওতাল করেছে ভগবান
সাঁই দরবেশের কথা বলব কারে
সাড়ে চব্বিশ তত্ত্বের কথা
সাধ না বুঝে সাধু সেজে
সাধন কর ভজন কর তওবা
সাধন জেনে করণ কর তবে
সাধন ভজন মুখের কথা নয়
সাধনার পথে কণ্টক ভরা
সাধের খাঁচা পড়ে রবে তোর
সাধের গইয়া যায় রে দিন
সাধের লাউ বানাইল মোরে
সাপ ধরিবার মন্ত্র আগে শিক্ষা
সুকনালে সুখ ধারা
সুখ-সাগরের ঘাটে ফুল ফুটে মাসে
সূর্যের সুসঙ্গে কমল কিরূপেতে যুগল
সুরীত কুরীত পিরিত তিন পিরিতের
সে আবার কেমন পাগল,
সে কেমন কে তা জানে
সে বড় আজব কুদরতি
সে যে মধুর মধুর কথা কয়
সেই দেশের কথা রে মন
সেই প্রাণের নিধি আছেন নিরবধি
সেই ফুলেরই সৌরভেতে
সেথা নাই রে উকিল হয়
সোনা দিয়া বান্ধায়াছি ঘর
স্নান করো না আঘাটায়
স্রোতের মাঝারে হাবুডুবু খাই
স্বরূপ রূপে দেখ তাকে
স্বরূপের বাজারে থাকি
স্বসিন্ধুপারে সে বিন্দুধার, কার সাধ্য

হ top

হরদমে গুরুজীর নাম লইও
হরিকে ধরবি যদি আগে শক্তি
হরি কোন দেবতা থাকেন কোথা
হরি তোমায় ডাকবার আমার
হরি বল মন রসনা
হরি বলতে কেন নয়ন ঝরে
হরি বিনে বন্ধু নাই রে
হরিনাম মহামন্ত্র আনল কে ভবে

হল্-করা বিলাতী তাস আর
হল বিষম রাগের করণ করা
হাওয়া দিয়া বেলুনটারে ওড়াইলে
হাওয়ার গাড়ী চইলা গেল
হাতে পায়ে বেড়ি তোর পড়লো
হায় রে মন তুই যাবি
হায় রে মোর প্রাণ নিয়ে
হারালাম একূল আর ও কূল
হিন্দু যবন খ্রিস্টান
হিসাব আছে এই মানব-জমিনে
হিসাব দেখ এই মানব জমিনে
হিংসা ভরা হৃদয় নিয়ে
হৃদ্‌মাঝারে রাখব ছেড়ে দেব না
হৃদ্‌মাঝারে রাখব দয়াল কারোকে না
হৃদয় কমল চলতেছে ফুটে

top

ক্ষিতি অপ তেজ মরুৎ আকাশে
ক্ষ্যাপারে দেহ জানলে তবে
ক্ষ্যাপা প্রেম নদীতে স্নান করিতে

top comments

- Essential dependence on Bangtex by Palash B. Pal for LaTeX.
- Also used *colordvi, color, supertabular, hyperref* and *colortbl*. PS and Pdf outputs are created by dvips, pdflatex.
- These are (i) directly from singers. (ii) transcripted from recorded songs, or (iii) from various books and publications.
- contact address: somen@iopb.res.in (Somen Bhattacharjee, Institute of Physics, Bhubaneswar) or mukherji@iopb.res.in (Sudipta Mukherji, Institute of Physics, Bhubaneswar).
  For more information :
  http://www.iopb.res.in/~somen/lokgiti.html